20 APR 2016

পথশিশুদের নিরাপদ আশ্রয়
পথে হারাবে না শৈশবের স্বপ্ন

আশির দশকে সামরিক শাসক এইচএম এরশাদ রাস্তার শিশু বা টোকাইদের 'পথকলি' নাম দিয়েছিলেন। এদের মাথা গোঁজার ঠাঁই প্রদান এবং পড়াশোনা ও অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য গঠিত হয়েছিল পথকলি ট্রাস্ট। তাতে রাজধানী ঢাকার কিছু শিশু উপকৃতও হয়েছিল। কিন্তু সরকারি এ উদ্যোগ টেকসই হয়নি। পথকলি শব্দটিও এখন সরকারি নথিতে ব্যবহৃত হয় না। মঙ্গলবার সমকালে প্রকাশিত 'নিরাপদ রাত পাবে পথশিশু' প্রতিবেদন থেকে ধারণা মেলে, মেগাসিটিতে পরিণত হওয়া ঢাকার পথে পথে হারিয়ে যায় যাদের শৈশব, তাদের সরকার অভিহিত করছে পথশিশু হিসেবে। নামে কী-ইবা এসে যায়– তাদের কপালের লিখন না যায় খণ্ডন! সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন যাদের মিলিয়ে যায় প্রখর রোদে কিংবা হাড়কাঁপানো শীতের দাপটে, তাদের সংখ্যা কত কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না। ২০০৫ সালে ইউনিসেফ বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউট বা বিআইডিএসের সমীক্ষা উল্লেখ করে বলেছিল, সারাদেশে এ সংখ্যা হবে ৬ লাখ ৭০ হাজার। এদের ৩৬ শতাংশের জীবন কাটে ঢাকায়, বাকিরা থাকে গ্রাম কিংবা অন্য শহরে। সমীক্ষায় আরও একটি উদ্বেগজনক পূর্বাভাস ছিল– ২০১৪ সালে এ সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় সাড়ে ১১ লাখ। সমীক্ষার পর এক দশকেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময়ে মানব উন্নয়ন সূচকে যথেষ্ট এগিয়েছে বাংলাদেশ। আর্থসামাজিক উন্নয়নও দৃষ্টিগ্রাহ্য। কিন্তু পথকলি বা পথশিশু বিদায় নেয়নি। ডাস্টবিনে খাবার কিংবা ভাঙাড়ি বিক্রি করার মতো টুকটাক জিনিস সংগ্রহে ব্যস্ত কিশোর বা বালক কিংবা যৌন হয়রানির শঙ্কায় সন্ধ্যার পর নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে পেরেশান কিশোরীর দেখা মিলবে যত্রতত্র– রেলস্টেশন বা বাসস্ট্যান্ডে, ধানমণ্ডি-গুলশান-বনানীর অভিজাত এলাকায়। সমকালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পথশিশুদের নিরাপদ রাত্রিযাপনের জন্য পাইলট প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। তাদের মিলবে শেল্টার হোমে স্থান। রাত্রিযাপন ছাড়াও কিছু শিক্ষা ও প্রশিক্ষণও মিলবে। আপাতত উপকারভোগী শ'খানেক শিশু। উদ্যোগটি মহৎ। তবে এখন পর্যন্ত প্রয়োজনের তুলনায় প্রতীকী। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও এমন আয়োজন হতে পারে। আমাদের অর্থনীতি যে হারে বাড়ছে তার সঙ্গে তাল রেখে মানবতাবোধের প্রকাশ ঘটতে থাকলে এমন মহতী আয়োজন রাজধানীজুড়েই হতে পারে। একই সঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে পারে জেলায় জেলায়। সম্মিলিত কিংবা ব্যক্তিগত প্রয়াসে আমরা এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে পারি, যেখানে পথশিশুরা কেবল নিরাপদ আশ্রয় পাবে না, সুন্দর ও নিশ্চিত ভবিষ্যতের স্বপ্নও দেখতে পারবে।